অসীম সরকার
প্রযোজিত
ঊষা ফিল্মসের
অন্ধ অতীত

অসীম সরকার প্রযোজিত উষা ফিল্মস-এর

কাহিনী-চিত্রনাট্য-পরিচালনা
হীরেন নাগ

অগ্নি অভাব

সুর-রচনা
শ্যামল মিত্র

আলোক-চিত্র পরিচালনা ঃ কানাই দে। চিত্র গ্রহণ ঃ মধু ভট্টাচার্য্য। প্রধান সহকারী ঃ বিমল চৌধুরী। সহকারী ঃ পৃথ্বীরাজ সুবেদার, দুর্গা রাহা, নুর আলি। শিল্প নির্দেশনা ঃ কাত্তিক বসু। সহকারী ঃ সূর্য্য চ্যাটার্জী। পট্ট শিল্পী ঃ রামচন্দ্র সিন্ধে। সহকারী ঃ রজিত রায়। শব্দগ্রহণ ঃ নৃপেন পাল, অতুল চ্যাটার্জী, শুভাশীষ চৌধুরী। সহকারী ঃ অনিল নন্দন, রথীন ঘোষ, কেণ্ট হালদার। সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ। সহকারী ঃ জ্যোতি চ্যাটার্জী ভোলানাথ সরকার, পাঁচু গোপাল দাস। চিত্র পরিস্ফুটনে ঃ আর. বি. মেহেতা। সহকারী ঃ অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, রবীন ব্যানার্জী, ফণি সরকার, কানাই ব্যানার্জী, কেণু চ্যাটার্জী। চিত্র সম্পাদনা ঃ বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী। সহকারী ঃ রবীন সেন। রূপসজ্জা ঃ নিতাই সরকার। সহকারী ঃ অনুপ গাঙ্গুলী, সরোজ মুন্সী, প্রমথ চন্দ্র, বিলু রাণা। সাজসজ্জা ঃ দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই। সহকারী ঃ গণেশ মণ্ডল। সহকারী পরিচালনা ঃ হিমাংশু দাশগুপ্ত, ধ্রুব দাস। পরিচয় লিখন ঃ নিতাই বসু। সহকারী ঃ সুজিত দত্ত। আলোক-সম্পাতে ঃ সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, কেণ্ট দাস, অনিল পাল, বেণু ধর, মঙ্গল সিং। স্থির চিত্র ঃ এড্‌না লরেঞ্জ।

—রূপায়ণে—

উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, কালী ব্যানার্জী, স্বরূপ দত্ত, নবাগতা বুলান হাজরা, তরুণকুমার গীতা দে, সুব্রত সেন, বাসুদেব পাল, বীরেন চ্যাটার্জী, খগেন চক্রবর্ত্তী, স্বদেশ সরকার, সুনীলেশ ভট্টাচার্য্য, পরিতোষ চৌধুরী, অমিয় ব্যানার্জী, সুকোমল ও স্বর্ণালী।

সঙ্গীত রচনা - গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর-সহকারী - শৈলেশ রায়, সলিল মিত্র। নৃত্য-পরিকল্পনা - বব দাস। কন্ঠ সংগীত - শ্যামল মিত্র, আরতি মুখার্জী। নৃত্যাংশে - অমর মিত্র, মালা দাস, গজা বোস, লীনা মুখার্জী, অসিত সিন্‌হা, অজয় রায়, সুকান্ত ব্যানার্জী, লীলা দাস, মানা গাঙ্গুলী, রেখা চক্রবর্তী, মঞ্জু চক্রবর্ত্তী। কর্ম সচিব - কৈলাশ বাগ্‌চী। ব্যবস্থাপনা - শিবপদ মিত্র, বিশ্বনাথ দে। সহকারী - দুলাল সাহা, ত্রৈলোক্য দাস, অনিল দে, কাত্তিক মণ্ডল।

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

যুগল ডাগা, আনন্দ বাজার পত্রিকা, যুগান্তর, শৈলেন চক্রবর্ত্তী, অম্বর রেস্তোরাঁ, সত্য সান্যাল, এ, কে, ভার্মা, বন বিহারী ব্যানার্জী, মনি অধিকারী, মিঃ রাজপাল, মিঃ দেশী, মিঃ পিন্টু, মিঃ সুরেশ, রমেন ঘোষ, সুরজ প্রকাশ, মিঃ ভার্মা।

প্রচার - ফণীন্দ্র পাল। প্রচার শিল্পী - পূর্ণজ্যোতি।

এন্‌টি এক নম্বর ষ্টুডিও এবং ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে গৃহীত ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশক ঃ চণ্ডীমাতা ফিল্মস (প্রা) লিমিটেড।

দি প্রিন্টোরিয়েন্ট ৩২/১৩ বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিঃ—৬ হইতে মুদ্রিত

গদীর ভেতর ফরাসের ওপর পড়ে আছে খাগড়া বাজারের বঙ্কিফু মহাজন ধনঞ্জয় সাহার মৃতদেহটা—রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক, সিন্দুকের ডালা খোলা। কে মেরেছে ধনঞ্জয়কে? রাখাল দাস?

R.M.S. মেল–সর্টার সামান্য চাকুরে রাখাল দাসের জীবনে এসেছে ঘোর দুর্দিন। একমাত্র ছেলে আজ আঠারো দিন টাইফয়েডে শয্যাশায়ী। ভাল ডাক্তার ডাকবার সামার্থ্য তার নেই। কিন্তু যে কোন মূল্যের বিনিময়ে ছেলেকে তার বাঁচাতেই হবে। মরীয়া রাখাল দাস তার স্ত্রীর হাতের শেষ সম্বল সোনার চুড়ি-জোড়া বাঁধা রেখে এসেছে মহাজন

ধনঞ্জয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিতে। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ধনঞ্জয়ের গদীতে পোঁছেই আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে দিশেহারা রাখাল দাস পালিয়ে গেল।

পুলিশ রাখাল দাসের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করল। রাখাল দাসকে পাওয়া গেল তার বাড়ীতেই। ঘোর উন্মাদ অবস্থায় পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। রাখাল দাস তখন পাগলের মত হা–হা করে হাসছে।

একমাত্র সাক্ষী ইন্‌সিওরেন্স-এজেন্ট নির্মলেন্দু রায়ের সাক্ষীতেই অভিযুক্ত রাখাল দাস পাগলা গারদে বন্দী হয়ে রইল। কারণ উন্মাদের ফাঁসি হয় না। ইন্‌সিওরেন্স-এজেন্ট নির্মলেন্দুর অবস্থাও-সচ্ছল ছিল না। স্ত্রী ইলা আর ছ'বছরের মেয়ে সীমাকে নিয়ে নিতান্ত অভাব অনটনের মধ্যেই তার দিন কাটত। ঘটনার দিন নির্মলেন্দু ধনঞ্জয়ের গদীতে একটি পলিসি-ফর্ম সই করাতে গিয়েছিল। সে রাখাল দাসকে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামতে দেখেছিল। রাখাল দাসের বিচারের পরের দিনই নির্মলেন্দু চাকরি ছেড়ে দেয়, স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে। নতুন করে ভাগ্য পরীক্ষা সুরু করে সে। ব্যবসা শুরু করে, একটার পর একটা স্পেকুলেশন সফল হয়—আসতে থাকে টাকার পর টাকা। সমাজের মধ্যে গণ্যমাণ্য একজন হয়ে ওঠে। এখন মিস্টার নির্মলেন্দু রায় প্রেসিডেন্ট অফ দি ফেডারেশন চেম্বার অব কমার্স, জাস্টিস্ অফ দি পিস্—। আজ দশ বছর পরে নির্মলেন্দুর স্ত্রী ইলার হাতে দশ বছর আগেকার লেখা একটি চিঠি এসে পড়েছে। চিঠি লিখেছে ধনঞ্জয় সাহা নির্মলেন্দুকে। চিঠির তারিখ আর ধনঞ্জয় সাহার মৃত্যুর তারিখটা একই। নানা অর্থহীন ভাবনা ইলার মনে বাসা বাঁধতে থাকে। এমনি গভীর ভাবনায় ডুবে রয়েছে একটি তরুণ যুবক—সে হল প্রবীর, রাখাল দাসের ছেলে। সবাই জানে তার বাবা চোর খুনী। আদালতের বিচারে তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। তবু প্রবীরের মনের সব প্রশ্ন যেন মীমাংসা খুঁজে পায় না। যদি টাকার জন্যে রাখাল দাস খুনই করে থাকে তাহলে বাড়ী সার্চ করে পুলিশ একটি টাকা পেল না কেন? কেনই বা রাখাল দাস হঠাৎ পাগল হয়ে গেল? কে খুলে রেখেছিল ধনঞ্জয়ের গদী থেকে শোবার ঘরে যাবার দরজাটা। ঠিক কী অবস্থায় নির্মলেন্দু রাখাল দাসকে দেখতে পেয়েছিলেন! কেনই বা মাত্র একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যকেই আদালত অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছিল। এসব প্রশ্নের উত্তর মাত্র একজনই দিতে পারে—সে হ'ল রাখাল দাস। কিন্তু আর কি কখনও ফিরে আসবে তার স্মৃতিশক্তি? দশ বছর আগেকার সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের কথা কী মনে পড়বে? প্রবীর এখন নির্মলেন্দু রায়ের বাড়ীতে খুবই

পরিচিত। নির্মলেন্দুর মেয়ে সীমার আকর্ষণের জন্যে নয় প্রবীর যেন সেদিনকার সেই হত্যার একমাত্র সাক্ষী নির্মলেন্দুর সম্বন্ধে যেন আরও গভীর ভাবে কিছু জানতে চায়। আর নির্মলেন্দু—বিগত দশ বছর ধরে প্রতিটি মুহূর্ত নির্মলেন্দু বুঝতে চেষ্টা করেছে অতীত একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতিকে। কাজ নিয়ে মেতে থেকেছেন দিনরাত, স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তগুলোর ভেতর দিয়েই বেঁচে থাকতে চেয়েছেন। তবু শান্তি পাননি একটি মুহূর্ত্তও। বিনিদ্র রাত্রির নিঃশব্দ ক্ষণগুলিতে ফিরে এসেছে ধনঞ্জয় সাহার মৃত্যুর ছবি। কেড়ে নিয়েছে তাঁর চোখের ঘুম, মনের শান্তি, আশা-আনন্দ—বেঁচে থাকাটাই বিষিয়ে দিয়েছে—আর হতভাগ্য রাখাল দাস। দশটি বছর কেটে গেছে নিঃসঙ্গ পাষাণপুরীর বদ্ধ দুয়ারের আড়ালে—

(১)

হ্যাপী বার্থ ডে টু ইউ
আহা নীল নীল তারাগুলি
ঝিলমিল করেঐ
সে এক রূপসী রাত্রি
সুদূরের পিয়াসী
চঞ্চল হ'ল মন
স্বপ্ন পথের যাত্রী
আহা নীল নীল
স্বপ্ন পথের যাত্রী
হ্যাপী বার্থ ডে টু ইউ
হ্যাপী বার্থডে দু ইউ
এই হাসি এই আলো
গান আরো গান
মনে হয় এই রাত
এ যে কারো দান
হাঃ হাহা হাঃ হাহা
লালা–লালালা
শুনেছি যে অরূপেরই ডাক
স্বপ্নে শুধু মন ভরে থাক
হ্যাপী বার্থ ডে টু ইউ
রং আর শুধু রং
ফুল আর ফুল
স্বপ্নের খেয়া যেন
পেল তার কূল
কে জানে এ প্রাণে
কে আনে সুর
বুঝি যে কাছে আজ
এল আজ দূর
হ্যাপী বার্থ ডে টু ইউ
উৎসবে মুখরিত মধুরাতি আজ
ছন্দে গন্ধে মন মাতে আজ
তবু আঁখি মোর যার কাছে যায়
এখনো সে অতিথি
এল না তো হায়
হ্যাপী বার্থ ডে টু ইউ

সঙ্গীত

(২)

ওহো···ওহো···
মন ময়ূর পাখা মেলেছে আজ
খুশীতে আহা রে—
কোথায় যেন হারিয়ে গেছি
হারিয়ে গেছি যে পাহাড়ে
মন ময়ূর পাখা
খুশীতে আহা রে
ভাবনা নেই আজ
মুক্তিতো পেয়েছি
হয়তো জীবনে আমি
এইটুকু চেয়েছি।
তাই কি এই গান
ঝরণা হয়ে আজ
ছন্দ তোলে ঐ সুর বাহারে
আহারে আহারে আহারে
মন ময়ূর পাখা
খুশীতে আহা রে
এখন আমরা অনেক উঁচুতে
পৃথিবীটা কত নীচুতে
পেছুনে যা ফেলে এসেছি
পড়ে থাক সব পিছুতেই
স্বর্গটা ছুঁতে চাই দুটি হাত
বাড়িয়ে
কি জানি কোথায় আজ
যাই আমি হারিয়ে
রইল যা পিছে
আবার কেন মিছে
অকারণে শুধু চাই তাহারে
আহারে আহারে আহারে।
মন ময়ূর পাখা
হারিয়ে গেছে
ঐ পাহাড়ে।

জাহ্নবী চিত্রমের
শঙ্কুমহারাজ রচিত

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা

শুভেন্দু · মধুচ্ছন্দা
কালী বন্দ্যো · সবিতাব্রত
শমিতা প্রভৃতি
পরিচালনা · হীরেন নাগ
সঙ্গীত · পঙ্কজ মল্লিক

প্রতিভা ক্রিয়েসন্সের
বিমল মিত্র রচিত

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

সৌমিত্র · অপর্ণা
পরিচালনা · সলিল দত্ত
সঙ্গীত · মান্না দে

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের যে সব ছবি আসছে

সরকার ফিল্মসের

সোনার খাঁচা

উত্তম · অপর্ণা
নির্মল · সুব্রতা
কণিকা প্রভৃতি
পরিচালনা · অগ্রদূত
সঙ্গীত · বীরেশ্বর সরকার

সুচিত্রা · উত্তম
অভিনীত
তারাশঙ্কর রচিত
সবাক চিত্রশিল্প প্রাইভেট লিমিটেডের

হার মানা হার

পরিচালনা · সলিল সেন
সঙ্গীত · সুধীন দাশগুপ্ত